দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 24 MAR 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

বাকৃবি ভিসির পদত্যাগ দাবিতে শিক্ষকদের আন্দোলন চলছে

প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবেন না তারা

■ বাকৃবি সংবাদদাতা

নৈতিক স্খলন, স্বেচ্ছাচারিতা, নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল হকের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন শিক্ষকরা। উপাচার্যের অধীনে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবেন না বলে জানিয়ে প্রায় ৮০ জন শিক্ষক পদত্যাগ করবে এমন ঘোষণা দিয়েছেন আওয়ামীপন্থি শিক্ষকদের সংগঠন গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে শিক্ষক ফোরামের আন্দোলনের সাথে সহমত প্রকাশ করেছে শিক্ষক সমিতি।

গতকাল সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি কনফারেন্স কক্ষে উপাচার্যের নৈতিক স্খলন, নারী কেলেঙ্কারি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে শিক্ষকদের চলমান আন্দোলনের অংশ হিসেবে সংবাদ সম্মেলন করে গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম। গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের সভাপতি অধ্যাপক ড. একেএম শামসুদ্দীনের সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম-সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. মনিরুজ্জামানের সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এনামুল হক। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, উপাচার্য দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন নিয়োগে তার সরাসরি সম্পৃক্ততার অভিযোগ ওঠে। এজন্য তার বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুপারিশে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত নারী কেলেঙ্কারিসহ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগে দুর্নীতিসহ সকল অভিযোগ অসত্য প্রমাণের সময় দেয়া হলে তিনি নিজের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপনে ব্যর্থ হন। গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম পক্ষ থেকে পদত্যাগ করার পরামর্শ দেয়া হয়। কিন্তু তিনি শিক্ষকদের দাবির প্রতি কর্ণপাত না করে বহিরাগত সন্ত্রাসী দ্বারা তাদের শান্তিপূর্ণ মানববন্ধন কর্মসূচি বানচাল করার অপচেষ্টা চালান। এমনকি বহিরাগত সন্ত্রাসী দ্বারা বিভিন্নভাবে শিক্ষকদের হুমকি প্রদান করছেন বলে সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেন শিক্ষকরা। এদিকে উপাচার্যের পদত্যাগের আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা, প্রক্টর, বিভিন্ন হল প্রভোস্ট, হাউজ টিউটর, উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, নিরাপত্তা কাউন্সিলসহ প্রায় ৮০ পদ থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শিক্ষক ফোরাম। প্রায় ৬০ জন শিক্ষক ফোরামের যুগ্ম-সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. মনিরুজ্জামানের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছে। সবগুলো একসাথে রেজিস্ট্রার দপ্তরে পাঠানো হবে বলে জানানো হয়। উপাচার্যের পদত্যাগ না করা পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়। তারা আরও বলেন, নারী কেলেঙ্কারিসহ নিয়োগে দুর্নীতি করার অভিযোগ থাকায় তাকে আওয়ামীপন্থি শিক্ষকদের সংগঠন গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

এদিকে শিক্ষক ফোরামের পক্ষ থেকে ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা এবং প্রক্টরের পদত্যাগের কথা বলা হলেও এখনি পদত্যাগপত্র জমা দেননি। এ বিষয়ে ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. জহিরুল হক খন্দকার এবং প্রক্টর অধ্যাপক ড. হারুণ-অর-রশিদ বিষয়টি পাত্তা না দিয়ে বলেন, আমরা বিষয়টি নিয়ে এখনো চিন্তা করিনি। তবে সবাই পদত্যাগ করলে বিষয়টি ভেবে দেখবো। রেজিস্ট্রার অফিস সূত্রে জানা গেছে, এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কোন পদত্যাগপত্র রেজিস্ট্রারের কাছে পৌঁছায়নি।

উপাচার্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় ছাত্রবিষয়ক বিভাগের সহযোগী ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আলমগীর হোসেন এবং সহকারী প্রক্টর অধ্যাপক ড. আজহারুল ইসলামকে তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আব্দুল খালেক। এদিকে উপাচার্যের বিরুদ্ধে নারী কেলেঙ্কারির অভিযোগ ওঠা এবং কিছু অডিও ক্লিপ এবং স্থীল ছবি প্রকাশিত হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে শিক্ষক সমিতি। গতকাল সোমবার শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল ইসলাম সরদার স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে ওই উদ্বেগ প্রকাশ করে। পাশাপাশি গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বহিরাগত সন্ত্রাসী দ্বারা হামলা চালানোর প্রয়াসকে উপাচার্যের স্বেচ্ছাচারিতার একটি প্রয়াস বলে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতিতে উপাচার্যের সঠিক বিবৃতির প্রত্যাশা করেন।

প্রশাসনের বিভিন্ন পদ থেকে শিক্ষকদের গণপদত্যাগের বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল হক বলেন, আমি এখনো কোন পদত্যাগপত্র পাইনি। পদত্যাগপত্র হাতে পেলে প্রশাসন সচল রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। শিক্ষক ফোরাম থেকে বহিষ্কারের বিষয়ে তিনি বলেন, যে সংগঠন আমার বিপক্ষে কথা বলে আমি নিজে থেকেই সে সংগঠনে থাকার পক্ষে না।